ভোরের কাগজ

তারিখ ..............................
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

NOV. 26 2002

# শুধু কড়া আইন শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিপত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য সময় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজ থাক বা না থাক শিক্ষক সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কর্মরত সব শিক্ষক/কর্মচারীদেরকে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয়ে বাধ্যবাধকতার এ নীতি প্রকৃত শিক্ষা কার্যক্রমের পরিপন্থী।

প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পাশাপাশি একজন শিক্ষক ক্লাস করেন, পরবর্তী ক্লাসের প্রস্তুতি নেন, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করেন, খাতা কাটেন, ফলাফল প্রকাশসহ নানা ধরনের কাজ করেন এবং করতেই হয়। এতে প্রতিষ্ঠান প্রধান যাকে যে কাজের যোগ্য মনে করেন কিংবা যাদের শিক্ষকগণ মনোনীত করেন তারাতো ১০টা থেকে ৪টাই শুধু নয়, যতোটা সময় দেওয়া প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ আগে পরে ততোটা সময় দিচ্ছেন। শিক্ষকরা কাজ না করলে প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার এতো কাজ সম্পাদিত হয় কি করে?

একজন শিক্ষককে যতোটি ক্লাস করতে হয় তার প্রস্তুতি ১৪টা-৪টার বাইরেও সময় বেঁধে দিলে শিক্ষকরা রুটিন মাফিক যেন তেন ক্লাসই করবে। ১০টা-৪টার মধ্যে ক্লাসের প্রাসঙ্গিক কাজের বাইরে যে সময় কলেজে বাধ্য হয়ে থাকবে, সে সময়ে আড্ডা জমিয়ে হেলায় সময় অতিবাহিত করবে। সন্ধ্যা বা রাতে পরবর্তী দিনের ক্লাসের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে চাইবে না, চাইলেও অবহেলার মানসিকতাই কাজ করবে।

একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা এবং পাঠ তৈরির উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশ আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে আছে কি না? শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা এবং উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাবাপন্ন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হলেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব।

একজন স্নাতক বা স্নাতোকত্তর শিক্ষক যে বেতন, বাড়ি ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বর্তমানে পেয়ে থাকে, তাতে তৃতীয় শ্রেণীধারী শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের দেশে শিক্ষকতায় আসাটাই অনেক বেশি। ভালো শিক্ষক এবং ভালো শিক্ষা পেতে হলে শিক্ষকদেরকে নিশ্চিন্তে চলার মতো স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এতো বাজেট! স্কুল কলেজের ৮৫-৯০% শিক্ষার্থীকে যে সব শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন বা পাঠ দান করেন তাদের বেতনভাতা ও প্রাসঙ্গিক সুবিধায় এর কতোটা ব্যয় হয়?

প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে আন্তর্জাতিক মানকে দেশীয় প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় এনে প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে (ছাত্রছাত্রী অনুপাতে) শিক্ষকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে মানসম্মত পাঠ দানের ক্ষেত্রে প্রতি ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক দেওয়া উচিত; সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিটি কলেজে বিষয়ওয়ারী একজন শিক্ষক; এমপিও ভুক্ত হতে পারছেন। কয়েক বছর পূর্বেও ১২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন এবং ১২৫ এর অধিক শিক্ষার্থীর জন্য দুজন শিক্ষক এমপিও ভুক্ত হওয়ার বিধান চালু ছিল। যেখানে শিক্ষার মানের কথা বলা হচ্ছে সেখানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক না বাড়িয়ে বরং কমানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আনুপাতিকহারে শিক্ষকের অভাবে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে ইংরেজি, বাংলা বিষয়টির ক্ষেত্রে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। কোনো কোনো বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণী ধারী শিক্ষকও পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষক সংকটে পড়েছে। কোনো কোনো স্কুলের ক্ষেত্রেও ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক এমপিও ভুক্ত করা যাচ্ছে না, ফলে বিশেষ করে মফস্বল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীরা প্রকৃত পাঠ দান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ২৪ অক্টোবর '৯৫ সালের জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্বক প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নীতিমালা সংশোধন ও বাস্তবায়ন জরুরি। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদানেও গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নতুনভাবে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পরিবর্তিত বই ও সিলেবাসের ওপর শিক্ষকদেরকে পাঠদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালু করলে শিক্ষাদানে ত্রুটি ও জটিলতা অনেকটাই নিরসন হবে এবং পরিবর্তিত সিলেবাসের সুফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান আবশ্যক। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং শিক্ষা উপকরণ তথা শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা যেহেতু এক নয়; কাজেই (একজনকে ভবন দিলে আরেকজনকেও ভবন দিতে হবে তা পরিহার করে) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম/পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা নিরুপণ করেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা বরাদ্দ করা উচিত। যেমন যার ভবন জরুরি তাকে ভবন, তেমনিভাবে মাঠ, বাউন্ডারী, শিক্ষা উপকরণ এবং ছাত্রাবাস তথা শিক্ষার স্বার্থে যার যা জরুরি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রীয় সামর্থের ভিত্তিতে তারই সমাধান করতে হবে।

শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে যে সব শিক্ষক জাতীয়ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন; রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে উদার নীতিমালা অনুসরণ না করলে শিক্ষা কার্যক্রম এগুতে পারবে না।

শীর্ণ গাছ থেকে যেমন পুষ্ট ফল আশা করা যায় না, তেমনিভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশকে জরাজীর্ণ রেখে কিংবা আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে, মানসিক চাপ সৃষ্টি করে প্রকৃত শিক্ষা আশা করা যায় না। তাই অন্য কোনো ভাবে নয়, শিক্ষাকে বাঁচাতে চাইলে- শিক্ষক এবং শিক্ষার পরিবেশ বাঁচাতে হবে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখে জাতীয় স্বার্থে বিবেচনায় আনার অনুরোধ রইলো।

আলমগীর কবির পাটওয়ারী
অধ্যক্ষ
হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।